মেহেরপুরের কুলবাড়িয়াতে তিন ব্যবসায়ীর ৫৫ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুর সদর উপজেলার কুলবাড়িয়া বাজারে অভিযান পরিচালনা করে মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য ও লাইসেন্সবিহীন গ্যাস বিক্রি করার অপরাধে তিন ব্যবসায়ীর ৫৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভোক্তা অধিকার।

আজ সোমবার (১১ আগস্ট ২০২৫) মেহেরপুর ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান এ অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানে সহযোগীতা করেন জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা মো: রিয়াজ মাহমুদ ও জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা মো: তারিকুল ইসলাম।

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান জানান, আজ সোমবার সকাল সাড়ে ১০ টা থেকে দুপুর দেড়টা পর্যন্ত মেহেরপুর সদর উপজেলার কুলবাড়িয়া বাজারে অভিযান পরিচালনা করে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য, জ্বালানী গ্যাস, সার ও কীটনাশক তদারকি করা হয়। ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩৭ ধারা অনুসারে পণ্যে যথাযথাভাবে মোড়কে উৎপাদন তারিখ, মেয়াদ উত্তীর্ণ তারিখ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য না থাকার কারণে বুলবুল মিষ্টান্ন ও ফল ভান্ডারকে ৫ হাজার টাকা, লাইসেন্স গ্রহণ ব্যতিত গ্যাস ব্যবসা করা ও যথাযথাভাবে মোড়কে উৎপাদন তারিখ, মেয়াদ উত্তীর্ণ তারিখ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য না থাকার কারণে একই আইনের ধারা ৩৭ ও ৫২ ধারা অনুসারে মেসার্স নিপা এন্টারপ্রাইজকে ২০ হাজার টাকা এবং লাইসেন্স গ্রহণ ব্যতিত গ্যাস ব্যবসা করার কারণে একই আইনের ৫২ ধারা অনুসারে মেসার্স হক ট্রেডার্সকে ৩০ হাজার টাকাসহ মোট ৫৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে এবং সতর্ক করা হয়েছে।

গাংনীতে তিন প্রকল্পের সাড়ে ৫ কোটি টাকা নয়ছয়! (পর্ব-১)

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলাতে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে টিআর, কাবিখা-কাবিটা প্রকল্পের প্রায় সাড়ে ৫ কোটি টাকা বরাদ্দের অধিকাংশ টাকা হরিলুটের অভিযোগ উঠেছে প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও) মনসুর রহমানের বিরুদ্ধে।

কাবিটা-কাবিখা প্রকল্পের ১ম ও ২য় কিস্তির কাজ চলতি বছরের ৩০ এপ্রিলের মধ্যে এবং ৩য় কিস্তির কাজ চলতি বছরের ১৫ মে’র মধ্যে বাস্তবায়ন করার নির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু গেল অর্থবছরে কোন কাজ না করে ১ম ও ২য় কিস্তির পুরোটাকা উত্তোলন করেছেন। তবে ৩য় কিস্তির টাকা উত্তোলন করার চেষ্টা করলেও ইউএনও’র হস্তক্ষেপে ৬৭টি প্রকল্পের টাকা পিআইসি সভাপতিদের নামে পে অর্ডার করে রেখেছেন। অভিযোগ রয়েছে প্রথম ও দ্বিতীয় কিস্তির টাকার ১৫ থেকে ২০ শতাংশ টাকা কেটে নিয়ে পিআইসির কাজ করতে দিয়েছেন। এছাড়া অফিসের দুই স্টাফকেও পিআইসির সভাপতি করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

প্রকল্পের টাকা নয়ছয়ের খবর মেহেরপুর প্রতিদিনের কাছে আসলে, ‘মেহেরপুর প্রতিদিন’ এ প্রকল্প নিয়ে প্রকল্প এলাকাগুলো পরিদর্শন ও অনুসন্ধান শুরু করে। অনুসন্ধানের ১ম পর্বে শুধুমাত্র ভাটপাড়া ডিসি ইকোপার্কের ৬টি প্রকল্পে সাড়ে ২৮ লাখ টাকা বরাদ্দের বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে বাকি প্রকল্পগুলোর নিয়ে পর্ব আকারে প্রকাশ করা হবে।

গাংনী প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে কাবিটাতে ৭৮টি প্রকল্পের অনুকুলে ২ কোটি ৪০ লাখ ৫৩৭২ টাকা, টিআরের ১২৫টি প্রকল্পের অনুকুলে ২ কোটি ১৬ লাখ ৬৭২৪ টাকা এবং কাবিখার ৪৭টি প্রকল্পের অনুকুলে ১৩৬ মেট্রিক টন চাল এবং ১৩৬ মেট্রিক টন গম, যার বাজার মূল্য প্রায় ৯০ লাখ টাকা। সবমিলিয়ে গাংনী উপজেলায় তিন প্রকল্পে বরাদ্দ প্রায় সাড়ে ৫ কোটি টাকা।

বরাদ্দের মধ্যে গাংনী ডিসি ইকো পার্কে ১ম ও ২য় কিস্তির বরাদ্দের মধ্যে রয়েছে ডিসি ইকোপার্কের শিশু পার্ক হতে বধ্যভ’মি পর্যন্ত ও

কাজলা নদীর পাড় হতে আশ্রয়ণ মুখি রাস্তা এইচবিবিকরণ এবং দোকানের সামনে মাটি ভরাট বাবদ ৮লাখ টাকা, ডিসি ইকোপার্কের প্রধান গেট নির্মাণ ও গেটের পাশে মাটি ভরাট বাবদ ৭ লাখ টাকা, ডিসি ইকোপার্কের ভিতরে শিশু পার্কের রাইড স্থাপন, ফেন্সিকরণ ও রংকরণ বাবদ ২লাখ ৫০ হাজার টাকা, ওয়াশরুম সংস্কার ও পিকনিক সেড মেরামত বাবদ ৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা, পার্কের অস্থায়ী দোকান সেড নির্মাণ বাবদ ৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা। ৩য় পর্যায় প্রকল্পের টিআর প্রকল্পের ডিসি ইকোপার্ক ওয়াল প্লাস্টার ও পয়েন্টিং করণ বাবদ ৩লাখ ৯৮ হাজার ২৭৮ টাকা। গত রবিবার ভাটপাড়া ডিসি ইকোপার্ক সরেজমিন পরিদশনে গিয়ে দেখা যায়, ওয়াল প্লাস্টারের কাজ চলমান রয়েছে।

ওয়াল প্লাস্টারের দায়িত্বরত রাজমিস্ত্রি সরদার হিরক আলী বলেন, সাড়ে ৩শ ফুট লম্বা, ৭ফুট উচু ওয়ালের দুই পাশ প্লাস্টার করতে মিস্ত্রি খরচ, বালি ও সিমেন্ট মিলিয়ে পৌনে ২ লাখ টাকা খরচ হবে।

ডিসি ইকোপার্কের প্রধান গেট নির্মাণ ও গেটের পাশে মাটি ভরাট বাবদ বরাদ্দ ৭ লাখ টাকা থাকলেও শুধুমাত্র এসএস পাইপের গেট সেখানে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। কোন মাটি ভরাটের চিহৃ পাওয়া যায়নি। এসএসপাইপের যে গেটটি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে সর্বোচ্চ ৪৫ থেকে ৫০ হাজার টাকা খরচ হয়েছে বলে স্থানীয়রা জানান।

এ প্রকল্পের পিআইসি সভাপতি স্থানীয় ইউপি সদস্য জরিমন নেছা বলেন, গেটের কাজ করা হয়েছে। মিথ্যা কথা বলবো না একবার টাকা তুলে ৫ হাজার দিয়েছে, আর কিছু দিবে কিনা জানিনা।

পাকের্র অস্থায়ী দোকান সেড নির্মাণ বাবদ সাড়ে ৩লাখ টাকা বরাদ্দ থাকলে কোন দোকান নির্মাণ করা হয়নি।

ডিসি ইকোপার্কের ভিতরে শিশু পার্কের রাইড স্থাপন, ফেন্সিকরণ ও রংকরণ বাবদ ২লাখ ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ দেওয়া থাকলেও।

রবিবার পর্যন্ত কোন রাইড স্থাপন করা হয়নি। পুরাতন রাইডগুলোও ফেন্সিকরণ কিংবা রংকরণ কোনটাই করা হয়নি।

ওয়াশরুম সংস্কার ও পিকনিক সেড মেরামত বাবদ ৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। ওয়াশরুমের বাইরের অংশ নতুন করে রং করা হয়েছে তবে ভিতরে কোন সংস্কার করা হয়নি, এবং পিকনিক সেড নির্মাণ করা হয়নি।

শিশু পার্ক হতে বধ্যভ’মি পর্যন্ত ও কাজলা নদীর পাড় হতে আশ্রয়ণ মুখি রাস্তা এইচবিবিকরণ এবং দোকানের সামনে মাটি ভরাট বাবদ ৮লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বধ্যভুমি থেকে কাজলা নদী পর্যন্ত এইচবিবি করণ করা হয়েছে। বাইরে থেকে মাটি এনে ভরাটের পরিবর্তে পার্কের উচু স্থানের মাটি কেটে দোকানের সামনে মাটি ভরাটের জন্য ফেলে রাখা হয়েছে।

আশ্রয়ণ প্রকল্পের বাসিন্দা ময়না খাতুন বলেন, স্মৃতিসৌধ (বধ্যভ’মি) থেকে ঘাট পর্যন্ত ইটের হিয়ারিং রাস্তা করা হয়েছে ১০ দিন হলো। বিভিন্ন যায়গার উচু মাটি কেটে সমান করছে। বাথরুম (ওয়াশরুম) দুদিন ধরে রং করতে দেখলাম।

ডিসি ইকোপার্কের কেয়ারটেকার সোলাইমান বলেন, আমি সাড়ে ৯ বছর ধরে এই পার্কের দেখাশুনা করছি। ইউএনও স্যার বলেছেন সবকিছু দেখেশুনে রাখতে। প্রধান গেট নির্মাণের বিষয়ে তিনি বলেন, গেটের কোন অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়নি। গেট আগে থেকে আছে। গত বছর ৫ তারিখের পর ছাত্ররা গেটটা ভেঙে দিয়েছিলো। তাই শুধুমাত্র স্টিলের গ্রিল দিয়ে নতুন গেট লাগানো হয়েছে। তিনি আরও বলেন, শুনছি অনেক কাজ হবে না হলে তো বলতে পারবো না।

তবে, এ বিষয়ে সরাসরি তাঁর কার্যালয়ে কথা হয় গাংনী উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মনসুর রহমানের সাথে। কাজ হয়নি স্বীকার করে তিনি বলেন, ‘৩০ জুনের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার কথা থাকলেও চলতি বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত কাজ করতে পারবো।’

কাজ না করে টাকা উত্তোলনের বিষয়ে তিনি বলেন, ‘জুনের মধ্যে টাকা তোলার নিয়ম আছে তাই ২৬ জুন টাকা উত্তোলন করেছি। ৩য় কিস্তির ৬৭টি প্রকল্পের বিলের চেকও দেখান তিনি। তবে ১ম ও ২য় কিস্তির বিল উত্তোলনের কথা বলতে তিনি পিআইসির মাধ্যমে বিল উত্তোলন করা হয়েছে। ’

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো: আনোয়ার হোসেন মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, ‘আমি মে মাসে জয়েন করেছি। তার আগে এ প্রকল্পগুলো গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের অর্থ নয়ছয় হচ্ছে এমন কিছু অভিযোগ পেয়ে আমি পিআইওকে বলেছি পুরো কাজ বুঝে নেওয়া হবে। ৩য় কিস্তির টাকা উত্তোলন করে পে-অডার করে রাখার নির্দেশে আমি দিয়েছি এবং পিআইসি সভাপতিদের বলেছি সরকারি টাকা তছরুপাত করা যাবে না। তবে, প্রকল্পের কাজ স্টিমেট অনুযায়ী বুঝে নেওয়া হবে। বুঝে না

পেলে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ’

(এ বরাদ্দের বাকি প্রকল্পগুলোর অনুসন্ধান চলছে। যেগুলো পরবর্তিতে পর্ব আকারে প্রকাশ করা হবে…)

দামুড়হুদায় কৃত্রিম প্রজননে অতিরিক্ত টাকা আদায়ের অভিযোগ

দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুরে গরুর কৃত্রিম প্রজনন (সিমেন) দিয়ে অতিরিক্ত টাকা আদায়ের অভিযোগে আলমগীর হোসেন নামে এ আই কর্মীর ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার বিকালে উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসের সামনে সহকারী কমিশনার (ভুমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কে এইচ তাসফিকুর রহমান ভ্রাম্যমান আদালত বসিয়ে এই জরিমানা করেন। এ আই কর্মী আলমগীরর হোসেন দামুড়হুদা উপজেলা সদরের মাদ্রাসা পাড়ার মৃত জালাল উদ্দীনের ছেলে।

আদালত সুত্রে জানাগেছে, দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর বারুইপাড়া গ্রামের আব্দুর রহিমের স্ত্রী নাজমা খাতুনের গরুর খামার রয়েছে। তার খামারে ৪টি গরু রয়েছে। গত ১৫ ই জুন তার একটি গরুর ডাক আসলে তিনি এ আই কর্মী আলমগীর হোসেরে সরণাপন্ন হয়। এ সময় এ আই কর্মী তার নিকট খেকে ২১০টাকার সিমেন ১হাজার ৫০০টাকা নেয়। এরপর তার ঐ সিমেনে ডাক না দাড়ালে পরবর্তীতে আবারো ঐ একই এ আই কর্মির সরণাপন্ন হয়। এবার তিনি ঐ গরুর ভালো জাতের সিমেন দেওয়ার কথা বলে ২ হাজার ৫০০টাকা নেই তাতেও কাজ না হলে তিনি ৫ হাজার একশত টাকা দাবী করেন। পরবর্তীতে ভুক্তভোগী নাজমা খাতুন গত সোমবার অতিরিক্ত অর্থ চাওয়ায় উপজেলা প্রণীসম্পদ অফিসার নিলিমা আক্তার হ্যাপি বরাবর লিখিত অভিযোগ করেন।

গতকাল বিকাল সাড়ে ৫ টার দিকে ভ্রাম্যমান আদালত বসিয়ে সাক্ষ্য প্রমাণ শেষে অভিযুক্ত এআই কর্মী আলমগীর হোসেন কে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী যথাযত সেবা প্রদান করতে না পারায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষন

আইন ২০০৯ এর ৪৫ ধারায় তাকে অভিযুক্ত করে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেন।

এসময় উপজেলা প্রাণী সম্পদ অফিসার ডাঃ নিলিমা আক্তার হ্যাপি বলেন, কৃত্রিম প্রজনন (সিমেন) এর সরকার নিধারিত মৃল্য ২১০ টাকা এর সাথে কিছু বাড়তি টাকা নেওয়ার সুযোগ নেই। উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভুমি) ও নির্বাহী ম্যাজিট্রেট কে এইচ তাসফিকুর রহমান বলেন, প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী যতাযত সেবা দিতে না পারায় তাকে জরিমানা করা হয়েছে। এসময় উপস্থিত ছিলেন, ভুমি অফিসের আরিফুল ইসলাম, আনিছুর রহমান সহ প্রাণী সম্পদ অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ।

মেহেরপুর পৌরসভার ৪০ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকার বাজেট পেশ

মেহেরপুর পৌরসভার ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের জন্য ৪০ কোটি ৩৪ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকার প্রস্তাবিত বাজেট পেশ করা হয়েছে।

রবিবার সকালে পৌরসভা মিলনায়তনে পৌরসভার প্রশাসক মো: তরিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে নির্বাহী কর্মকর্তা জি এম ওবায়দুল্লাহ এ বাজেট পেশ করেন।

বাজেট পেশ অনুষ্ঠানে জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক সামসুল আলম, জেলা শিক্ষা অফিসার মো: হযরত আলী, জেলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার রুহুল আমিন, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক নুরুল আহমেদ, সহকারী প্রকৌশলী আবু হেনা মোস্তফা কামালসিহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

প্রস্তাবিত বাজেটে রাজস্ব আয় ধরা হয়েছে ১১ কোটি ৫৮ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা, ব্যয় ধরা হয়েছে ১১ কোটি ৩৩ লক্ষ ৪৯ হাজার ২৪০ টাকা, উদ্বৃত্ত রাজস্ব ২৫ লক্ষ ৪৮ হাজার ৭৬০ টাকা। উন্নয়ন খাতে আয় ধরা হয়েছে ২৮ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা এবং এ খাতে ব্যয় ধরায় হয়েছে২৮ কোটি ২২ লক্ষ টাকা। এ খাতে উদ্বৃত্ত ধরা হয়েছে ২৭ লক্ষ টাকা।

মুজিবনগরে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীর ভাতার টাকা অফিস সহায়কের পকেটে

মুজিবনগরে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীর ভাতার টাকা অফিস সহায়কের পকেটে। জাতীয় নাগরিক পার্টি এনসিপির হস্তক্ষেপে উদ্ধার।
বিস্তারিত আসছে….

ঝিনাইদহে বীজ ভান্ডারে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা

“ঝিনাইদহ নার্সারি এন্ড বীজ ভান্ডার” নামের একটি প্রতিষ্ঠানকে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

এক কৃষকের অভিযোগের ভিত্তিতে রবিবার (১৫জুন) অভিযানে গিয়ে নিম্নমানের বীজ বিক্রির সত্যতা পাওয়ায় ঝিনাইদহ ভোক্তা অধিকারের সহকারী পরিচালক নিশাত মেহরান এই জরিমানা করেন।

উল্লেখ, ঝিনাইদহ সদর উপজেলার হলিধানী ইউনিয়নের কাশিপুর গ্রামের কৃষক রবিউল ইসলাম অভিযোগ করেন, তিনি ঝিনাইদহ শহরের ২নং পানির ট্যাঙ্কির সামনে অবস্থিত “ঝিনাইদহ নার্সারি এন্ড বীজ ভান্ডার” থেকে ব্রি-ধান ১০৩ এর বীজ কিনলেও প্রকৃতপক্ষে তাকে আপন সীড স্টোরের ব্রি-ধান ৫১ সরবরাহ করা হয়। এতে তার ফলন ঠিকমত হবেনা বলে জানা যায়। বিষয়টি জানার পর তিনি সরাসরি ঝিনাইদহ জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসে মৌখিক অভিযোগ করেন।

অভিযোগের ভিত্তিতে ১৫ জুন ২০২৫, রোববার দুপুর ১২টার দিকে জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক নিশাত মেহরান,

জেলা বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তা মো. মাসুদ হোসেন পলাশ ও সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা নুরুন নবী যৌথভাবে অভিযান পরিচালনা করেন।

অভিযানে গিয়ে দেখা যায়, প্রতিটি আপন সীড বীজের প্যাকেটে স্টিকার লাগিয়ে ভিন্ন নাম্বার ব্যবহার করে বাজারজাত করা হচ্ছে। তদন্তে কৃষকের অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায় এবং একই সাথে কিছু বীজের বৈধতা না থাকায় প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশে অনুমোদনহীন বীজও বিক্রি করছে বলে প্রমাণিত হয়।

এ কারণে প্রতিষ্ঠানটিকে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় এবং কৃষক রবিউল ইসলামের বীজ ক্রয়ের সম্পূর্ণ অর্থ তাকে ফেরত প্রদান করা হয়।

এ বিষয়ে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা জানান, কৃষকদের সঙ্গে এধরনের প্রতারণা কোনোভাবেই বরদাশত করা হবে না। ভবিষ্যতেও এ ধরনের অনিয়ম রোধে নিয়মিত অভিযান চালানো হবে বলে জানান তিনি।

বাকীর টাকা চাওয়ায় দোকানীকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ

ঝিনাইদহে দোকান বাকীর পাওনা টাকা চাওয়ায় এক ব্যবসায়ীকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। মঙ্গলবার (১৫ এপ্রিল) বেলা ১১টার দিকে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার সাগান্না ইউনিয়নের বাদপুকুরিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত মোহাম্মদ আলী (৫৮) একই গ্রামের মৃত কেনু মিয়ার ছেলে। এ ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ। তারা হলেন আসাদুল ইসলাম (১৯), তার বাবা আশকর আলী (৬২) ও আশকর আলীর স্ত্রী।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকালে মুদি দোকানী মোহাম্মদ আলী ৮৪০ টাকা বকেয়া পাওনা আদায়ের জন্য আসাদুল ইসলামের কাছে যান। ওই সময় আসাদুল, তার বাবা আশকর আলী ও আশকর আলীর স্ত্রী মিলে মোহাম্মদ

আলীকে বেধড়ক মারধর করেন।

এক পর্যায়ে মোহাম্মদ আলী মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। এসময় স্থানীয়রা তাকে অজ্ঞান অবস্থায় উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে পাঠায়। হাসপাতালে পৌছালে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত্যু ঘোষণা করেণ।

নিহতের ছেলে মশিয়ার রহমান বলেন, দোকান বাকির টাকা চাইতে গেলে সন্ত্রাসীরা আমার বাবাকে পিটিয়ে হত্যা করেছে। আমরা যেন মামলা না করি, তার জন্য তারা নানান রকম চাপ দিচ্ছে। আমি এই হত্যার বিচার চাই। আমরা হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে মামলা করবো।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। এ ঘটনায় এখনো কোনো অভিযোগ পাইনি। তবে ঘটনা জানার পরই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তিনজনকে আটক করা হয়েছে।

মেহেরপুরে ভোক্তা অধিকারের অভিযানে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুরে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযানে এক ব্যবসায়ীকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। বুধবার দুপুরে মেহেরপুর কোর্ট রোডে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মোহাম্মদ মামুনুল হাসান জানান, মেসার্স সাগর স্টোরে অনুমোদনবিহীন আইললি (জুস) বিক্রির দায়ে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। এছাড়াও ১৫ কার্টন শিশুখাদ্য ধ্বংস করা হয়।

তিনি আরও জানান, জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান চলমান থাকবে।

অভিযানকালে উপস্থিত ছিলেন নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা মো. রিয়াজ মাহমুদ ও জেলা পুলিশের একটি টিম।

মেহেরপুরে ১ কোটি টাকার খাস জমি উদ্ধার, আশ্রয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন

মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের মনোহরপুর মৌজায় দীর্ঘদিন ধরে অবৈধভাবে দখল করা ৭৮ শতাংশ সরকারি খাস জমি উদ্ধার করেছে উপজেলা প্রশাসন।

সোমবার (৭ এপ্রিল) বিকেলে এ অভিযান পরিচালনা করেন মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) খায়রুল ইসলাম।

জানা গেছে, মনোহরপুর গ্রামের রূপচাঁদের ছেলে রবিউল দীর্ঘদিন ধরে সরকারি জমিটি দখলে রেখেছিলেন। অভিযানের সময় উপজেলা প্রশাসনের সঙ্গে ছিলেন পুলিশ, ব্যাটালিয়ন আনসার, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও), ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা, কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদের সচিব ও গ্রাম পুলিশ।

সফল অভিযানের মাধ্যমে প্রায় ১ কোটি টাকা মূল্যের সরকারি খাস জমি উদ্ধার করা হয়। জমি উদ্ধারের পরপরই সেখানে আশ্রয়ন প্রকল্পের অধীনে ঘর নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করা হয়।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খায়রুল ইসলাম জানান, “সরকারি জমি দখলমুক্ত করতে অভিযান অব্যাহত থাকবে। অবৈধ দখলদারদের কোনোভাবেই ছাড় দেওয়া হবে না।”

মেহেরপুরে যাকাতের টাকার জন্য

উপচে পড়া ভিড়, যান চলাচলে বিঘ্ন

মেহেরপুরের কাশাঁরি পাড়ায় যাকাতের টাকার জন্য মানুষের উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা গেছে। সকাল থেকেই সেখানে প্রায় ৬০০ থেকে ৮০০ জন মানুষ জমায়েত হয়েছে, কিন্তু দেখা মিলছে না দাতার যার ফলে রাস্তায় যান চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছে।

বিস্তারিত আসছে..